**৩১তম বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপারদের**

**শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী, শনিবার, ২৬ মাঘ ১৪২০, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ,

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী নবীন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীতে ৩১তম বিসিএস পুলিশ সার্ভিসের সহকারী পুলিশ সুপারদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সকল নবীন কর্মকর্তাকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন। আজ তোমাদের পেশাগত জীবনের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হতে চলেছে তোমাদের কঠোর মৌলিক প্রশিক্ষণ। প্রবেশ করতে যাচ্ছ নতুন এক দায়িত্বশীল কর্মজীবনে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত জ্ঞান ও শৃঙ্খলার প্রতি যে আনুগত্যবোধ তোমরা অর্জন করেছ, তা জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় কাজে লাগাবে - এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এর মধ্য দিয়েই তোমরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নে প্রেরণা পাবে।

সুধিমন্ডলী,

ভাষা আন্দোলনের এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ভাষা শহীদদের। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ত্রিশ লাখ শহীদকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত মা-বোন ও অগণিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার প্রতি।

স্মরণ করছি, অকুতোভয় পুলিশ সদস্যদের। যাঁরা জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ার সময় জীবন উৎসর্গ করেন। মুক্তিযুদ্ধে সারদাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ সদস্যরা জীবন দেন। পুলিশের এই মহান আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাদের সরকার বাংলাদেশ পুলিশকে ২০১১ সালে ‘‘স্বাধীনতা পুরস্কার'' এ ভূষিত করেছে।

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ব্রতী হন। তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য। পুলিশের পোশাকও ছিল না। রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ ছিল। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে দেশকে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে এনে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান। কৃষি উৎপাদন বাড়ান। যা আজও বিশ্বের যেকোন দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি জাতির পিতাকে তাঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে দেয়নি।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের পর দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অমানিশার অন্ধকার নেমে আসে। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত হত্যাকারীরা পুরস্কৃত হয়। স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, রাজাকাররা সমাজ ও রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়। সামরিক শাসকগোষ্ঠী সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা নস্যাৎ করার হীন চক্রান্তে নামে। অর্থনীতিকে পঙ্গু করে। আত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে দেশকে বিদেশ-নির্ভর করে। ১৯৯৬ পর্যন্ত এই পশ্চাৎমুখী ধারা অব্যাহত থাকে।

ছিয়ানব্বইয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর দেশ আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে আসে। আর্থ-সামাজিক খাতগুলোতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়। দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত হয়। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পায়। শিক্ষার হার বাড়ে। দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ, রপ্তানি ও প্রবাসী আয় কয়েকগুণ বাড়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের নেতৃত্বে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ন্যায্য হিস্যা আদায় করা হয়। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বিএনপি আতাঁত করে। ষড়যন্ত্রমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি-জামাত জোট দেশকে আবার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের সব অর্জন ম্লান হয়ে যায়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গীগোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া হয়।

তারা ২০০৪ সালের ১ এপ্রিলের ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালান, ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, ২০০৫ সালে ১৭ আগস্ট ৬৩ জেলায় একযোগে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ, সিনেমা হল, আদালত চত্বর, পাবলিক প্লেসে বোমা হামলা চালিয়ে বহু মানুষ হতাহত করেছে। প্রতিটি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডই হয়েছে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে। দেশের অর্থনীতিতেও প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল। এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাড়েনি তখন। উন্নয়ন অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল। ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। গণতন্ত্র ধ্বংসের পাঁয়তারা করে। জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করি। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জনগণ আমাদেরকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ২০০৯ থেকে ২০১৩ একটি স্বর্ণযুগ। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ প্রতিটি খাতেই ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দারিদ্র্য ৪০ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু   আয়  ৬৩০  ডলার  থেকে ১  হাজার  ৪৪ ডলারে  উন্নীত  হয়েছে। রিজার্ভ  ১৮  বিলিয়ন ডলারে  পৌঁছেছে। রপ্তানি আয় দ্বিগুণ বেড়ে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা হয়েছে। নারী ও শিশুমৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। পুরস্কৃত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতা।

বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ইতিবাচক ধারায় এগিয়েছে। মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের মধ্যে আছে। গড়ে প্রায় ৬ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ায় মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। সামাজিক বৈষম্য কমেছে।

আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ কঠোর হস্তে দমন করেছি। এক্ষেত্রে পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা শুরু হয়েছে। আমরা সব যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্পন্ন করে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তঋণ শোধ করবো। দেশকে কলঙ্কমুক্ত করবো।

গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক বিএনপি-জামায়াত-শিবির ও তাদের দোসররা দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষে সহিংসতা চালিয়েছে। পেট্রোল বোমা মেরে মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। যানবাহন, রেললাইন ধ্বংস করেছে। জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। জনসমর্থন না থাকায় তাদের সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে।

এমনি পটভূমিতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখতে জনগণ আবার আমাদের ওপর আস্থা স্থাপন করেছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বন্ধ করতে বিএনপি ও তাদের দেশি-বিদেশী প্রভু, লবিস্ট, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এবং পেশাদার বুদ্ধিজীবীদের নানামুখী চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। গণতন্ত্র ও সংবিধান সমুন্নত রেখেছে। আমরা এখন উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। নির্বাচনী ইশতেহারে এ উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতির সামনে তুলে ধরেছি।

গত একবছরে বিএনপি-জামাতের তান্ডবে ১৫ জন পুলিশ সদস্য মারা গেছেন। প্রায় ৩ হাজার সদস্য আগত হয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ জাতি স্মরণ করবে। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

নির্বাচনের আগে ও পরে বিএনপি-জামাত-শিবিরের সহিংসতা দমনে পুলিশসহ যৌথ বাহিনী অত্যন্ত তৎপর ছিল। তারপরও এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘর, মন্দির আক্রমণ করেছে। এই জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুধিবৃন্দ,

আমরা বিগত পাঁচ বছরে পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়ন করেছি। ৬১৪টি ক্যাডার পদসহ প্রায় ৩১ হাজারটি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ ও নৌ পুলিশ গঠন করা হয়েছে। অপরাধ তদন্তের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন  গঠন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও স্থাপনার নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ২টি সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। এসআই ও সার্জেন্টের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। আইজিপি'র পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় এবং পুলিশ বিভাগের ২টি গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

রংপুর রেঞ্জ ও রংপুর আরআরএফ গঠন করা হয়েছে। এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার গঠন এবং সারাদেশে ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২৯টি নতুন থানা এবং ৬৪টি তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কনস্টেবল হতে এসআই পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য ৩০ শতাংশ ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বরাদ্দকৃত অর্থকে আমরা বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করি। আমরা নিরাপত্তা ও অপরাধের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশের আধুনিকায়ন করেছি। উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান ও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সারদাসহ পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর আধুনিকায়ন করা হয়েছে। জনগণকে পুলিশি সেবা প্রদানের জন্য থানা হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট। থানাগুলোর সার্বিক কাঠামো সংস্কার করে আরও কার্যকর করা হবে। এই সার্ভিসকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে আমরা পুলিশের জনবল ও সরঞ্জাম বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন ইউনিট সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখবো।

আমরা দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পাশাপাশি জনগণের প্রতি সুশীল আচরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, আপনাদের কাছে বিপদগ্রস্ত মানুষ আসে সাহায্যের আশায়। থানা, তদন্ত কেন্দ্র, ফাঁড়ি, পুলিশ বক্স এবং পুলিশের অন্যান্য দপ্তরে আগত মানুষ যাতে অযথা হয়রানি বা কোন দুর্ভোগের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেবা প্রদান করতে হবে। সমাজের নারী, শিশু ও প্রবীণদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে। জনগণের সমস্যাকে একান্ত আন্তরিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে আমি পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।